দৈনিক ইনকিলাব

137

তারিখ 11 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

২৭শে বৈশাখ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রবণতা

এদেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নকল প্রবণতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এস, এস, সি পরীক্ষা থেকে এইচ, এস, সি এবং স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরীক্ষার কেন্দ্র শহর এলাকা থেকে গ্রামীণ এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত করা হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিষয়টি যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মফস্বল এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকলের পুরোদমে ব্যবস্থা থাকবে আর শহর এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কঠোর ব্যবস্থার অধীনে পরীক্ষা চলবে এমনটি হতে পারে না। শহরের ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মফস্বল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর শুধু নকল করে পাস করার আশায় ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমায়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এসকল পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফরম পূরণ করার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বেশী পরিমাণ টাকা আদায় করেন। ফলে, এ সকল কেন্দ্র থেকে অধিক হারেই পরীক্ষার্থীরা পাস করছে।

শিক্ষা যেকোন দেশের দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু আজ প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে আমাদের দেশে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট লাভের জন্যই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। সারাবছর পড়াশুনা করার চেয়ে কোথা থেকে পরীক্ষা দিলে ভালভাবে নকল করার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং কোন পদ্ধতিতে নকল করা হবে সেই প্রচেষ্টাই বেশী চলে। পরীক্ষায় পাস হচ্ছে এবং প্রতিবছর শিক্ষিতের হারও বাড়ছে। কিন্তু এ ধরনের পাসের ফলে দেখা যাচ্ছে বিএ, এমএ, পাসের পরেও অনেকেই বাংলা বা ইংরেজীতে একটি পুরো বাক্য লিখতে পারছে না।

নকল প্রবণতা শুধু স্কুল-কলেজেই নয়, মাদ্রাসার পরীক্ষাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোর গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সেখানেও নকল প্রবণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। তা নাহলে মানুষের নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলী কমে যেতে বাধ্য। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য আমাদের এখনই শিক্ষাক্ষেত্রে নকল প্রবণতা রোধ করতে হবে।

—মোঃ ফজলে এলাহী